তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৪৫/২০১৫

অভিযোগকারী ঃ ডাঃ রেবেকা সুলতানা
প্রযত্নে-ড. মোঃ আহসান হাবীব
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
ফডার গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প
বাংলাদেশ প্রাণী সম্পদ গবেষণা
ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)
সাভার, ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ পরিচালক (এমআইএস)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
মহাখালী, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২২-০৩-২০১৫ ইং)

অভিযোগকারী ডাঃ রেবেকা সুলতানা ২২-১০-২০১৪ ও ১৭-১২-২০১৪ তারিখে মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা বরাবরে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত ফরম ব্যবহার না করেই নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১. **লিখিত পরীক্ষা যথাসময়ে অনুষ্ঠিত না হওয়ার কারণ।**
২. **কয়েকশ প্রার্থীর এমসিকিউ পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে দীর্ঘ একমাস লাগার কারণ।**
৩. **রেজাল্ট সীটে এমন প্রার্থীর অর্ন্তভূক্তি যাদের নামে কোন আইডি আর্ড ইস্যু হয়েছিলোনা এর কারণ।**
৪. **নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে একাধিক পদে আবেদনের ক্ষেত্রে কোন বিধি নিষেধ না থাকলেও লিখিত পরীক্ষায় যে কোন একটি পদের জন্য পরীক্ষা দিতে বাধ্য করে একটিতে না হলে অপরটিতে সুযোগ পাওয়া থেকে বঞ্চিত করার কারণ।**
৫. **লিখিত পরীক্ষায় সর্বনিম্ন কত নম্বর প্রাপ্তদের মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে? যদি ন্যূনতম পাশ নম্বরের ভিত্তিতে তাদের নির্বাচিত করা হয় তবে সকলের লিখিত মূল্যায়নের অনুলিপি দেখতে চাই কারণ আমার প্রার্থীর মত অনেকেই ন্যূনতম পাশ নম্বরের মত পরীক্ষা দিয়েও মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হয়নি।**
৬. **কয়েকটি পদের ক্ষেত্রে সর্বমোট পদসংখ্যার চেয়েও কম প্রার্থীকে মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত করার কারণ যেখানে অনেকেরই সরকারী চাকুরির বয়স শেষ হওয়ায় এটাই তাদের জীবনের জন্য শেষ সযোগ ছিল।**
৭. **ডনয়োগের ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা কোটা, মহিলা কোটা কিংবা জেলা কোটা যথাযথভাবে অনুসরন করা হয়েছে কি? না হলে কারণ কি? হয়ে থাকলে আয়ুর্বেদিক লেকচারার পদে আমার প্রার্থীসহ তিনজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান পরীক্ষা দিলেও একজনকেও কেন নেয়া হলনা তার কারণ।**

০২। আবেদনের প্রেক্ষিতে জনাব ডাঃ গৌর মনি সিনহা, পরিচালক, হোমিও ও দেশজ চিকিৎসা ও লাইন ডাইরেক্টর, অল্টারনেটিভ মেডিকেল কেয়ার (এএমসি), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা ৩১-১২-২০১৪ তারিখে ১৩৭৭/১(৪) নং স্মারকের মাধ্যমে সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা বরাবরে অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যাদি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে না থাকায় পরবর্তি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ করে উক্ত পত্রের অনুলিপি অভিযোগকারীকে সরবরাহ করেন। প্রদত্ত জবাবে সন্তুষ্ট হতে না পারায় অভিযোগকারী অভিযোগ দায়েরের নির্ধারিত 'ক' ফরমে অভিযোগ দায়ের করেছেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ২৫-০২-২০১৫ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২২-০৩-২০১৫ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

(অ: পৃ: দ্র:)

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ডাঃ রেবেকা সুলতানা অসুস্থ্য থাকায় তিনি গরহাজির। প্রতিপক্ষ পরিচালক (এমআইএস) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ মিজানুর রহমান হাজির। প্রতিপক্ষ আইনজীবী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর তথ্যের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বিজ্ঞ আইনজীবী কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহপূর্বক তা অভিযোগকারীকে সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা।

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সংশ্লিষ্ট দপ্তর হতে তথ্য সংগ্রহের জন্য পত্র প্রেরণ করেছেন। প্রতিপক্ষ অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ০১-০৪-২০১৫ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য পরিচালক (এমআইএস) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	**স্বাক্ষরিত/-**	**স্বাক্ষরিত/-**
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]